যুগান্তর

- 7 FEB 2017

পৃ ৪ ... ২

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন

প্রকল্পের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

কারিগরি শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পেয়েছে
খোদ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের
(আইএমইডি) প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে (পিসিআর)। এতে বলা হয়েছে, ডিটেইল
প্রজেক্ট পরিকল্পনা (ডিপিপি) অনুযায়ী খাতভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়নি।
যে খাতে অর্থ কম ছিল, তাতে যন্ত্রপাতি কেনা ও অবকাঠামো নির্মাণের নামে বেশি
খরচ করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ খাতে বেশি বরাদ্দ থাকলেও খরচ
করা হয়েছে কম। প্রকল্প বাস্তবায়নেও ব্যাপক শৈথিল্য ছিল, যে কারণে দু'দফা সময়
বাড়ানো হয়। তবে এরপরও প্রকল্পের সব অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায়
প্রকল্প ব্যয় ৬৫ শতাংশ কমিয়েও লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়নি। দেড়
বছর আগে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও অব্যয়িত ৮ কোটি টাকা এখনও
সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। এভাবে নানা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা,
অদক্ষতা এবং কোটি কোটি টাকা লুটপাটের কারণে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য
অর্জিত হয়নি। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে।
বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশে দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত
সময়ে বাস্তবায়িত হতে পারে না। দুর্নীতির উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকল্পের কাজে দীর্ঘসূত্রতা
ঘটানো হয়। তবে অনেক সময় প্রকল্প কর্মকর্তাদের অদক্ষতার কারণেও প্রকল্প
বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। কারিগরি শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা
যাচ্ছে উভয়ই ঘটেছে। এ প্রকল্পে একদিকে দুর্নীতি হয়েছে, অন্যদিকে অদক্ষতাও
ছিল। আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন
এবং পরামর্শক নিয়োগে বিলম্বের কারণে কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়নি। বরাদ্দকৃত সব
অর্থ খরচ না হওয়া এবং প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার জন্য প্রকল্প
কর্মকর্তাদের অদক্ষতাকে দায়ী করা হয়েছে। আমরা মনে করি এ দুর্নীতি ও
অদক্ষতার বিষয়ে প্রকল্প-সংশ্লিষ্টদের জরুরি ভিত্তিতে জবাবদিহি করা প্রয়োজন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে, এটাই কাম্য।
দেশে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান
সৃষ্টিতে এ শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিদেশী শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর
চাহিদা ব্যাপক। সেক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ ও মান বাড়িয়ে জনশক্তি
রফতানিতে গতি বাড়ানো সম্ভব। এ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোও তাই বিশেষ গুরুত্বের
দাবি রাখে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোথাও কোনো অব্যবস্থা, অনিয়ম, দুর্নীতি
পরিলক্ষিত হলে সে ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে।